লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর । সালাম ও দুরুদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। সালাম বর্ষিত হোক নবীজি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবার এবং অগনিত সাহাবিদের প্রতি।

গল্পটির প্রধান চরিত্রের নাম অন্ত। স্কুল পড়ুয়া আট দশটা ছেলের মতোই অন্তও অতি সাধারন। অঙ্কে ভীষন রকম কাঁচা। জাফর স্যারের অঙ্ক ক্লাসে প্রায়ই শাস্তি পেতে হয় তাকে। তবে ছেলেটার বিশেষ গুন আছে। আল্লাহ তাকে মুখস্থ করার অসাধারন ক্ষমতা দিয়েছেন। আর একই সাথে তাঁর অন্তর পরিপূর্ন করে দিয়েছেন ঈমান দিয়ে।

আমরা করেছি কী, এই অন্তকে জাফর স্যারের তৈরি করা টাইম মেশিনে বসিয়ে দিয়েছি। অন্ত টাইম মেশিনে বসে কি করে, সেটাই দেখার ইচ্ছে ছিলো আমাদের। আলহামদুলিল্লাহ ইচ্ছেটা পুরন হয়েছে। টাইম মেশিনে বসে অন্ত যা কার্যকলাপ করেছে সেগুলো আমরা দেখেছি। আনন্দ পেয়েছি। আশা করছি যারা এই বইটি হাতে নিয়ে অন্তর সাথে টাইম মেশিনে চড়ে বসবে তারাও আনন্দ পাবে ইন শা আল্লাহ।

ও !!! একটা কথা বলতে তো ভুলেই গেছি, টাইম মেশিনে করে অন্তকে ইব্রাহীম (আ) এর সময়টাতে ভ্রমন করানোর বন্দবস্ত করা হয়েছিল।

সুতরাং চলুন, কল্পনার জাফর স্যার, অন্ত এবং টাইম মেশিনকে সাথে করে ঘুরে আসা যাক ইব্রাহীম (আ) এর সময়টা থেকে ।

আল্লাহ আমাদের এই ভ্রমনকে কবুল করে নিন।আমীন।

আলী আব্দুল্লাহ
১৭ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরি
মঙ্গলবার।

টাইম মেশিন

১

আমার ক্যামেরাটি খুঁজে পাচ্ছি না। পড়ার টেবিলের ড্রয়ারের ভেতর যত্ন করে রেখেছিলাম। এখন সেখানে নেই। এত সুন্দর ক্যামেরাটি হারিয়ে ফেলেছি—চিন্তা করতেই চোখ ভিজে যাচ্ছে আমার। বাবার খুব শখের ক্যামেরা ছিল এটা। অসংখ্য ছবি তুলেছেন তিনি এই ক্যামেরা দিয়ে। আকাশের ছবি, নদীর ছবি, গাছের ছবি। বাবা কখনো মানুষ কিংবা পশু পাখির ছবি তুলতেন না। ইসলামে মানুষ কিংবা পশু পাখির ছবি আঁকা নিষেধ (হারাম)। যদিও ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা আর হাত দিয়ে ছবি আঁকা এক ব্যাপার নয়। অনেক আলেমই ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলাকে অনুমোদন দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও বাবা সাবধানতা অবলম্বন করতেন। তিনি প্রাণিকুলের ছবি তুলতেন না। এমনকি শখের বসেও বাবা আমার একটা ছবি পর্যন্ত কখনো তোলেননি। ইসলামকে খুব সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করতেন তিনি।

বাবা যেদিন মারা গেলেন, সেদিন আমার ছিল অঙ্ক পরীক্ষা। এখনো সেই দিনটির কথা স্পষ্ট মনে আছে। পরীক্ষা শেষ করে বাসায় ফিরে দেখলাম। বাবা সোজা হয়ে শুয়ে আছেন বিছানায়। তার মাথার ওপর সজোরে ঘুরছে সিলিং ফ্যান। মা বসে আছেন পাশে। আঁচল দিয়ে একটু পর পর নিজের চোখের পানি মোছার চেষ্টা করছেন আর তালপাখা দিয়ে বাবার মাথায় বাতাস করে যাচ্ছেন অনবরত। তারপরও বাবা ঘামছেন। ঘামে তার গেঞ্জি ভিজে শরীরের সাথে লেপটে গেছে। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বাবা শান্ত গলায় সেদিন জিজ্ঞেস করলেন,

কে? অন্তু ?

জি।

এদিকে আয় তো বাবা।

আমি বাবার কাছে গেলাম, বাবার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, তারপরও নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললেন, পরীক্ষা কেমন হলো তোর?

ভালো।

শুধু ভালো বলছিস কেন? যেই আল্লাহ তোকে ভালো পরীক্ষা দেয়ার তৌফিক দিয়েছেন, তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবি না?

জি।

তাহলে বল আলহামদুলিল্লাহ।

আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ পরীক্ষা ভালো হয়েছে।

বাবা মুচকি হেসে বললেন, আমার পাশে এসে একটু বস তো অন্তু।

আমি বাবার পাশে বসলাম।

বাবা আমার হাতটা আলতো করে ধরলেন। তার চোখের কোণ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল বালিশে।

তোর আর কয়টা পরীক্ষা বাকি?

তিনটা।

সব পরীক্ষা ভালো করে দিবি। নো ম্যাটার হোয়াট। কোনো পরীক্ষা যেন বাদ না যায়।

মা থামিয়ে দিলেন বাবাকে। বিরক্ত গলায় বললেন, এই অবস্থায় এত কথা বলছ কেন তুমি? চুপ করো তো। বুকের ব্যথাটা কী একটু কমেছে?

বাবা মায়ের দিকে মায়াকাড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে না-সূচক মাথা নাড়লেন।

আমি মা-কে জিজ্ঞেস করলাম, বাবার কী হয়েছে মা?

মা উত্তর দেয়ার আগেই বাবা বললেন, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে রে ব্যাটা। আল্লাহর সাথে দেখা করার সময় এসেছে।

মা এবার চিৎকার করে উঠলেন, আর একটা কথাও বলবে না তুমি? রমজান ভাই গেছেন অ্যাম্বুলেন্স আনতে। এখনই চলে আসবে। তোমাকে নিয়ে হাসপাতালে যাব। সব ঠিক হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বলেই মা চোখের পানি আড়াল করতে আঁচলে মুখ গুঁজলেন।

বাবা মিষ্টি করে হাসলেন। হেসে বললেন, অন্তর মা। এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পার। ঠান্ডা পানি। ফ্রিজের ঠান্ডা পানির ওপরে বরফ-কুচি দিয়ে আনবা। প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেয়েছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর বাবার দিকে খেয়াল রাখিস, আমি পানি নিয়ে আসি।

মা পানি আনতে গেলেন। বাবা আমার হাত ধরে তার বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, বাপজান, আমার খুব ইচ্ছা ছিল তোমাকে একজন আলেমে দ্বীন বানাব। বিশেষ কিছু কারণে মাদ্রাসায় ভর্তি করতে পারি নাই। তবে মাসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে তোমাকে পাঠিয়েছি। তুমি উনার মতো একজন মানুষের সোহবত পেয়েছ। এটা তোমার সৌভাগ্য। উনার থেকে দ্বীন শিক্ষা করবা। এবং আমৃত্যু ইসলামের ওপর অবিচল থাকবা।

কথগুলো বলেই বাবা চোখ বন্ধ করলেন। মনে হচ্ছিল ঘুমাবেন। তিনি হালকা করে কালিমা শাহাদাত পড়তে শুরু করলেন। আমি বিস্ময় নিয়ে সেদিন তাকিয়ে রইলাম বাবার দিকে। কালিমা শাহাদাত পড়তে পড়তেই চলে গেলেন বাবা। তার নিথর দেহ পড়ে রইল বিছানায়।

বাবার চলে যাওয়া সেই দিনটির কথা মনে পরলে আজও একই অনুভূতি হয় আমার। চোখ ভিজে যায়।

আমি আলতো করে চোখ মুছে নিলাম। নাহ! এখন কান্না করার সময় না। আর অল্প পরেই সব ঠিকঠাক থাকলে ইতিহাসের এক বিশেষ ঘটনার অংশ হতে যাচ্ছি আমি। সুতরাং এখন কান্না করে সময় নষ্ট করা যাবে না। আমি পড়ার টেবিলের ড্রয়ারটা আরেকবার খুঁজে দেখলাম। বাবার সেই ক্যামেরাটি নেই। ইচ্ছে ছিল যখন টাইম মেশিনে উঠব, তখন গোপনে ক্যামেরাটি সাথে নিয়ে উঠব। যদিও এই সময়ের কোনো গ্যাজেট নিয়ে টাইম ট্রাভেল করা যাবে না বলে কঠোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন জাফর স্যার। এতে নাকি প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে। টাইম মেশিনে উঠে টাইম ট্রাভেল করার জন্যে তিনি গবেষণা করে ভেড়ার লোম দিয়ে এক বিশেষ ধরনের পোশাক তৈরি করিয়েছেন। সেই পোশাক ছাড়া এই সময়ের অন্য কোনো বস্তু নিয়ে টাইম মেশিনে ওঠা যাবে না। তার যুক্তি হলো, বর্তমানের কোনো বস্তু যদি অতীতে ভুল করে রেখে আসা হয় তাহলে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। যার পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ।

যখন সিদ্ধান্ত হলো যে আমিই টাইম মেশিনের প্রথম আরোহী হতে যাচ্ছি, তখনই জাফর স্যার আমার হাতে দুই হাজার ছত্রিশ পয়েন্টের একটা নীতিমালা ধরিয়ে দিলেন। বললেন পুরোটা মুখস্থ করে ফেলতে। টাইম মেশিনে উঠার পর থেকে টাইম ট্রাভেল করে আবার ফিরে আসা পর্যন্ত কী কী করা যাবে আর কী কী করা যাবে না, সবকিছু এই নীতিমালাতে আছে। টাইম ট্রাভেলিং এর সময় কোনোভাবেই এই নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। তাহলেই বিপদ। জাফর স্যার কম্পিউটারে টাইপ করে এ ফোর সাইজের অফসেট কাগজে নীতিমালাগুলো প্রিন্ট করে আমাকে দিয়েছেন।

আমি সবগুলো নীতি মুখস্থ করে ফেলেছি। এর মধ্যে এক শ সাইত্রিশ নম্বর নীতিতে আছে, অতীতের মানুষকে এমন কোনো তথ্য দেয়া যাবে না যা বর্তমানের ইতিহাসকে প্রভাবিত করতে পারে। অর্থাৎ যেভাবে বর্তমানের কোনো বস্তু অতীতে রেখে আসা যাবে না ঠিক একইভাবে বর্তমানের কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও (ইনফর্মেশন) সেখানে রেখে আসা যাবে না। টাইম মেশিনে চেপে অতীত ভ্রমণে গেলে, সেখানকার মানুষকে বর্তমানের এমন কোনো তথ্য দেয়া যাবে না, যা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে পরিবর্তন করে দিতে পারে।

আমার কাছে এই নীতিটা প্রথমে বেশ বিরক্ত লেগেছিল। আমার ইচ্ছে ছিল টাইম মেশিনে করে বাবার মৃত্যুর আগের সেই মুহূর্তে চলে যাব। তারপর অঙ্ক পরীক্ষা না দিয়ে আগেই বাবাকে নিয়ে হাসপাতালে ভালো ডাক্তার দিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা দেওয়াব। হয়তো বাবা সুস্থ হয়ে উঠবেন তখন। কিন্তু এতেই জাফর স্যারের সমস্যা। এতে নাকি বর্তমানের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। শুধু এই কারণেই নাকি পৃথিবী ধ্বংস পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব বিরক্ত ছিলাম। কিন্তু সেদিন আমাদের ইমাম সাহেব যখন তাকদির নিয়ে আলোচনা করলেন। তখন কিছুটা শান্তি লাগল। মনে হলো বিষয়টা বিজ্ঞান নয়; বরং অন্য আরেক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি কিছুটা বুঝতে পেরেছি।

ইমাম সাহেব বললেন, আল্লাহ লাউহে মাহফুজে সবার তাকদির লিখে রেখেছেন। এবং তিনি তাকদিরে যা লিখে রেখেছেন সেটাই ঘটবে। তাকদিরের ছোট ছোট কিছু বিষয় আছে যা হয়তো আল্লাহ দুআর মাধ্যমে পরিবর্তন করে দেন। কিন্তু অপরিবর্তনীয় তাকদিরও আছে, যা মানুষ কখনোই পরিবর্তন করতে পারবে না। এটা মানুষের ক্ষমতায় নেই। সুতরাং অতীতকে পরিবর্তন করে দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারও নেই। এবং তিনি এই ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছেন বলে মনে হয় না। তাই অতীতে যদি যাওয়াও যায়, তারপরও, সেখানে গিয়ে এমন কিছু করার ক্ষমতাই মানুষের থাকার কথা না, যা কিনা বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎকে বদলে ফেলতে পারে। এই তথ্য জানার পর, আমি চেয়েছিলাম টাইম মেশিন দিয়ে শুধু একবার আমার শৈশব এর সময়টা ঘুরে আসতে। এখানেও সমস্যা। জাফর স্যারের ভাষ্যমতে, তার তৈরি টাইম মেশিন দিয়ে নিকট অতীতে যাওয়া যাবে না। তবে শত-সহস্র বছর অতীতের পথ পাড়ি দেয়া যাবে। জাফর স্যারের এই মেশিনের আরেকটা সীমাবদ্ধতা আছে ,সেটা হলো এই মেশিন মানুষকে ভবিষ্যৎ ভ্রমণ করাতে পারবে না। সুতরাং আমাকে অতীতের ঐতিহাসিক এমন একটি সময়কে বেছে নিতে বলা হয়েছে। যেখানে আমি যেতে ইচ্ছুক।

আমি আমাদের মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আ.) এর আমলে যাব বলে ঠিক

করেছি। তিনি ছিলেন আবুল আম্বিয়া বা নবীগণের পিতা। নূহ (আ.) থেকে ইবরাহীম (আ.) এর ব্যবধান প্রায় এগারো পুরুষের। বলা যায় নূহ (আ.) এর প্রায় দুই হাজার বছর পর ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। নূহ (আ.) এবং ইবরাহীম (আ.) এর মাঝে ছিল সালেহ (আ.)। উনাকে আল্লাহ ইবরাহীম (আ.) এর প্রায় দুই শ বছর আগে পাঠিয়েছিলেন।

যেদিন থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ইবরাহীম (আ.) এর সময়কালে আমি যাব। সেদিন থেকে তাঁর সম্পর্কে সবকিছু জেনে নেবার চেষ্টা করছি। এই যেমন, তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সারা। যাকে উম্মুল আম্বিয়া বা নবীদের মা বলা হয়। তাঁর ঘরে যে পুত্রসন্তান হয়েছিল, তিনিও নবী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ইসহাক (আ.)। ইসহাক (আ.) এর ছেলের নাম ছিল নবী ইয়াকুব (আ.)। এই ইয়াকুব (আ.) এর বংশধরদেরই বলা হয় 'বনী ইসরাইল'। ফিলিস্তিনের মাটি দখল করে ইসরাইল নাম দিয়ে যারা বসে আছে, তারা সেই বনী ইসরাইলের বংশেরই মানুষ। ইবরাহীম (আ.) এর আরেকজন স্ত্রীও ছিল। তাঁর নাম ছিল হাজার (আ.)। তিনি ছিলেন নবী ইসমাইল (আ.) এর জন্মদাত্রী মা। মজার ব্যাপার হলো আমাদের শেষ নবী রাসুলুল্লাহ (সা.) কিন্তু হযরত ইসমাইল (আ.) এরই বংশধর। আমি আজকাল ইবরাহীম (আ.)-কে নিয়ে যত ইতিহাসগ্রন্থ এবং ধর্মীয় গ্রন্থ পাচ্ছি সব পড়ে ফেলছি। হাতের কাছে পেলেই চোখ বুলাচ্ছি। আমি চাই যখনই ওনার সাথে আমার দেখা হবে। তখন সেই সময়টাকে যেন আমার অপরিচিত মনে না হয়।

আমি জাফর স্যারের বাসায় যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম। প্রথমে ভালো করে গোসল করলাম। তারপর দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করলাম। সামনে কী হতে যাচ্ছে সেটা এখন বলা যায় না। জাফর স্যারের তৈরি করা টাইম মেশিনের ওপর আস্থাও রাখা যাচ্ছে না। অনুরোধের ঢেঁকি গিলছি বলা যায়। স্যার আমাদের স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক। আধপাগলা মানুষ। নাকের ডগায় চশমা নামিয়ে, তার ওপর দিয়ে তাকিয়ে কথা বলেন। একটু পর পর ঘন গোঁফের গন্ধ শোঁকেন আর নাকের ভেতরের লোম টেনে টেনে ছিঁড়ে হাঁচি দেবার চেষ্টা করেন। দেখলেই শরীর ঘিন ঘিন করে ওঠে।

একদিন স্যার আমাকে ক্লাস শেষে দেখা করতে বললেন। আমি ক্লাস শেষ করে স্যারের অফিস-কক্ষে গেলাম। তিনি এ ব্রিফ হিস্টোরি অফ টাইম নামের একটা ইংরেজি বইয়ে মুখ গুঁজে ছিলেন। চশমার ওপর দিয়ে আমাকে দেখে ইশারায় তাঁর সামনের কাঠের চেয়ারটায় বসতে বলে আবার বইয়ে মুখ গুঁজে দিলেন।

আমি আঁটসাঁট হয়ে বসলাম। স্যারের কথা শুরু করার অপেক্ষা করতে থাকলাম।

অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হলো। দশ মিনিট ধরে তিনি বইটিতে চোখ বোলাচ্ছেন। কিছু একটা খোঁজ করছেন। আমাকে কথা বলার জন্যে এনে যে তাঁর সামনে বসিয়ে রেখেছেন, সেটা তিনি ভুলেই গেছেন বোধহয়। আমি ঝেড়ে গলা পরিষ্কার করার মতো শব্দ করলাম। তিনি চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন, ঘন গোঁফের গন্ধ নিয়ে বই এর পাতায় আবারও চোখ ফিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

তোর পড়া লেখার খবর কী?

স্যার ভালো আলহামদুলিল্লাহ।

আমার তো তা মনে হয় না। অঙ্ক তো কিছুই পারিস না। গবেট।

স্যার মাত্র আমাকে একটা গালি দিলেন। মন খারাপ হলো, কিন্তু প্রতিবাদ করলাম না। কারণ, তিনি সত্যি কথাই বলছেন। আমি অঙ্কের কিছুই বুঝি না।

অঙ্ক

জি স্যার।

তুই কি অঙ্ক মুখস্থ করিস?

আমি মাথা নিচু করে রইলাম। স্যার বললেন, ক্লাস টেস্টে আমি বিশাল ক্যাঙ্কুলেশনের সব অঙ্ক দিয়েছি। তোদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়েরও সেই অঙ্কগুলো করতে এক ঘণ্টা লেগেছে। আর তুই কিনা সবগুলো অঙ্ক মাত্র দশ মিনিটে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে টুকে ফেললি। আমার ধারণা আমি সংখ্যাগুলো একটু এলোমেলো করে দিলেই তুই আর অঙ্কগুলো করতে পারতি না।

স্যারের ধারণা সঠিক। সংখ্যাগুলো এলোমেলো করে দিলেই আমি ধরা খেয়ে যেতাম। আমি সত্যিই অঙ্ক মুখস্থ করি। লাইন টু লাইন মুখস্থ করি। আল্লাহ আমাকে অঙ্ক বোঝার ক্ষমতা দেননি ঠিকই কিন্তু যেকোনো কিছু সহজে মুখস্থ করার দারুণ ক্ষমতা দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

জাফর স্যার তাঁর হাতের বইটি বন্ধ করে টেবিলের ওপর রাখলেন, তারপর সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করলেন, তুই নাকি সম্পূর্ণ কুরআন শরিফ অল্প সময়ে মুখস্থ করে ফেলেছিস? কথা কি সত্য?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

বাবার মৃত্যুর পর ইমাম সাহেবের কাছে মাত্র তিন মাসে আমি সম্পূর্ণ কুরআন (মুখস্থ) হিফয করেছি।

জাফর স্যার বললেন, কুরআন শরীফ ছাড়া আর কিছু কী মুখস্থ করেছিস?

জি স্যার। ইমাম সাহেব এখন আমাকে সাহিহ বুখারির হাদিসের দারস দিচ্ছেন।

বুখারিও কি মুখস্থ করে ফেলছিস?

জি স্যার...।

কী বলিস!

জাফর স্যার নড়েচড়ে বসলেন। চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর তাঁর টেবিলের ড্রয়ার খুলে 'খাবারে বিষ প্রয়োগ' নামে তিরিশ পৃষ্ঠার একটা হ্যাংলা-পাতলা বই বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এই বইটা মুখস্থ করে আগামী কালকের মধ্যে আমার বাসায় এসে পড়া দিবি। যদি পারিস তাহলে বিশেষ পুরস্কার আছে তোর জন্যে। আর কখনো আমার ক্লাসে তোকে অঙ্ক না পারলে মার খেতে হবে না।

আমি স্যারের হাত থেকে বইটা নিলাম। মার খাওয়া থেকে বাঁচার আল্লাহ একটা ভালো সুযোগ করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমি বইটার দু-এক পৃষ্ঠা উল্টে দেখলাম। চাষাবাদ করতে গিয়ে কী কী রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলমূল সবজিতে কী পরিমাণ ফর্মালিন ব্যবহার করা হচ্ছে এসব নিয়ে বই। ভেতরে ফলমূলের এবং রাসায়নিক সারের কিছু বৈজ্ঞানিক নামও আছে। সমস্যা হবে না। আজ রাতের মধ্যে পুরো বই মুখস্থ করে ফেলা যাবে ইন শা আল্লাহ। আমি বইটি নিয়ে চলে এলাম।

পরের দিন স্কুল শেষে স্যারের বাসায় গেলাম। স্যার বইটির কয়েকটি জায়গা থেকে আমাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন করে যখন সন্তুষ্ট হলেন যে, আমি পুরো বইটিই মুখস্থ করেছি। তখন তিনি প্রথম তাঁর সিক্রেট প্রজেক্ট টাইম মেশিনের কথা আমাকে বললেন। সেদিনই প্রথম আমি তাঁর এই বিশেষ গবেষণা সম্পর্কে জানতে পারি।

দীর্ঘ আট বছর ধরে তিনি এই টাইম মেশিন নিয়ে গবেষণা করছেন এবং প্রায় সফল হয়ে গেছেন। অল্প কিছু কাজ রয়েছে। যেটা ঠিকভাবে করলেই টাইম মেশিন টাইম ট্রাভেলের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে। এই মেশিনটির জন্যে তাঁর একজন আরোহী দরকার। যে অতীত ঘুরে এসে, অতীতের কিছু স্পেসিফিক তথ্য তাকে দেবে। এমন একজন আরোহী তাঁর দরকার, যার মুখস্থ-বিদ্যা ভালো। স্যারের মতে তিনি আমাকে অনেক আগে থেকেই নজরে রেখেছিলেন। আমাকে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর এখন তিনি নিশ্চিত যে, টাইম মেশিনের প্রথম আরোহী হবার জন্য আমি একজন যোগ্য ব্যক্তি।

স্যারের কথা শুনে আমার খুব ভালো লেগেছিল সেদিন। যে স্যার আমাকে গবেট বলে ডাকেন। অপমান করা ছাড়া কথা বলেন না। সেই স্যার যখন আমাকে যোগ্য ব্যক্তি বলছেন, ব্যাপারটা শুনতেই ভালো লাগছে। সুতরাং জাফর স্যার আমাকে টাইম মেশিনের প্রথম আরোহী হবার প্রস্তাব দেয়ার সাথে সাথে আমি বিনা শর্তে রাজি হয়ে গেলাম। এর পরবর্তী তিন মাস ছিল আমার ট্রেনিং প্রিয়ড???। এই সময় আমি স্কুল শেষ করে স্যারের বাসায় যেতাম। স্যার আমাকে টাইম মেশিন সম্পর্কে নানা ট্রেনিং দিতেন। দুই হাজার ছত্রিশ পয়েন্টের যে নিয়মাবলি দিয়েছেন। সেটার এক-একটা পয়েন্ট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। শেষ পর্যন্ত গতকাল স্কুলে যখন স্যারের সাথে দেখা হলো তিনি জানালেন টাইম মেশিন এখন টাইম ট্রাভেলের জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত। আমি যেন আগামীকাল অর্থাৎ আজ স্কুলে না গিয়ে সরাসরি তাঁর বাসায় চলে আসি। আগামীকালই হবে আমার বহু প্রতীক্ষিত টাইম ট্রাভেল।

আমি গ্লাসভর্তি পানি নিয়ে তা গলায় চালান করে দিলাম। টাইম মেশিনের অভিযাত্রী হবার সময় আজ চলে এসেছে। বাসা থেকে বেড় হবার দোআটা পড়ে, জাফর স্যারের বাসার উদ্দেশে বের হয়ে এলাম রাস্তায়। পরিবেশটা দারুণ! আজ যদি সত্যিই অতীতের সেই ইবরাহীম (আ.) এর সময়টায় চলে যাই, তাহলে কি আর কখনো আমাদের এই সুন্দর বর্তমানে ফিরতে পারব। যাওয়া যাক। দেখা যাবে, আল্লাহ ভরসা।

২

জাফর স্যার আর আমি দাঁড়িয়ে আছি টাইম মেশিনের সামনে। এই প্রথম আমি স্যারের তৈরি টাইম মেশিনটি নিজ চোখে দেখলাম। এবং দেখে যারপরনাই হতাশ হলাম। যেটাকে টাইম মেশিন বলা হচ্ছে সেটা আসলে একটা বহু পুরানো ষাটের দশকের গাড়ি। টয়োটা পাবলিকা। বড় কোনো দুর্ঘটনায় যার সামনের দিক এবং পেছন দিক প্রায় দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। দেখে বোঝাই যাচ্ছে সম্পূর্ণ অচল একটি গাড়ি। এই জিনিস ভাঙ্গারির দোকানেও বিক্রি করা যাবে না, এটা দিয়ে কীভাবে সময় ভ্রমণ করা সম্ভব তা বুঝে আসছে না আমার। আর আমি কিনা এই ভাঙা গাড়িতে ওঠার জন্যে ভেড়ার লোমের আজব পোশাক পরে সং সেজে দাঁড়িয়ে আছি! বিশাল একটা ভুল করে ফেলেছি। জাফর স্যারকে এভাবে বিশ্বাস করে ফেলা ঠিক হয়নি। উনি যে আধ-পাগলা মানুষ এটা তো স্কুলের সবাই জানে। উনার কথা যাচাই-বাছাই না করে হুট করে রাজি হয়ে যাওয়াটা অন্যায় হয়েছে। মনটা ভীষণ খারাপ লাগছে।

জাফর স্যার মনে হলো আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছেন। তিনি নাক কুঁচকে

জিজ্ঞেস করলেন,

কিরে অন্ত কী হয়েছে?

কিছু না স্যার।

এটাকে দেখে মন খারাপ করছিস কেন! আমি এই গাড়িটিকেই টাইম মেশিনে রূপান্তর করেছি। মানুষ যেন সন্দেহ না করে সেই জন্যে বাইরের দিকটা এ রকমই রেখেছি। তবে সব কারিশমা এর ভেতরে। ভেতরটা দেখলে তোর মন ভালো হয়ে যাবে।

আমার জন্যে ভেতরে কী কারিশমা অপেক্ষা করছে আল্লাহই ভালো জানেন। গাড়িটির জানালাগুলো সব কালো কাচ দিয়ে ঢাকা। তাই বাইরে থেকে ভেতরের অবস্থা বোঝার উপায় নেই। বড় একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পরেছি এটা নিশ্চিত। আমি অবশ্য মুখে কিছু বললাম না। মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা টেনে দাঁড়িয়ে রইলাম। স্যার বললেন,

এখন আমি তোকে একটা প্রশ্ন করব। ঠিকঠাক উত্তর দিবি।

জি স্যার।

যদিও এই প্রশ্নের উত্তর তুই আগেও দিয়েছিস। কিন্তু এখন টাইম মেশিনে ওঠার ঠিক আগমুহূর্তে আবারও তোকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তুই এক শ ভাগ নিশ্চিত আছিস কি না সেটা দেখতেই প্রশ্ন করছি।

করুন স্যার

তুই কোন সময়কালে যেতে চাচ্ছিস এবং কেন? ভেবে উত্তর দে। এটাই তোর শেষ সুযোগ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার।

ধন্যবাদ স্যার সুযোগ দেয়ার জন্যে। তবে আমি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করব না। আমি ইবরাহীম (আ.) এর সময়কালেই যেতে চাচ্ছি। কারণ, আমি শুনেছি, আমাদের প্রিয় নবীজি (সা.) এর দেহাবয়ব এবং চেহারা নাকি ইবরাহীম (আ.) এর মতো ছিল। মিরাজ থেকে ফিরে এসে রাসুলুল্লাহ (সা.) উম্মতকে এই খবর দিয়েছিলেন। তা ছাড়া ইবরাহীম (আ.) ছিলেন ইহুদী-খ্রিষ্টান-মুসলমান সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পিতা। আদম(আ) হতে ইবরাহীম(আ)পর্যন্ত অল্প কয়েকজন নবী ছাড়া,ইবরাহীম(আ)থেকে শেষ নবী মুহাম্মাদ(সা) পর্যন্ত যত নবী-পয়গম্বর এসেছেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ইবরাহীম(আ) এর বংশধর। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

> ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ, আলে ইবরাহীম ও আলে ইমরানকে বিশ্ববাসীর ওপরে নির্বাচিত করেছেন।’ (আলে ইমরান, ৩/৩৩)।

আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয় দেবার জন্যে এবং দ্বীন সবার মাঝে পৌঁছে দেয়ার জন্যে ইবরাহীম (আ.)-কে পাঠিয়েছিলেন। তিনি হলেন সকল নবীর পিতা এবং আমাদের শেষনবী মুহাম্মাদ (সা.) হলেন সকল নবীর নেতা। সুতরাং তাকে সামনাসামনি দেখার ইচ্ছা আমার প্রবল।

জাফর স্যারের চোখ পিট পিট করছে। তিনি বেশ বিরক্ত বোঝাই যাচ্ছে। তিনি চেয়েছিলেন আমি প্রথমে নিউটন বা সক্রেটিসদের সময়কাল ঘুরে আসি। আমি সেটা না করে যেতে চাচ্ছি ইবরাহীম (আ.) এর সময়টাতে। এটা তাঁর জন্যে বেশ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। তবে স্যার চাইলে আমাকে নিউটন কিংবা সক্রেটিসদের সময়ে ঘুরে আসার জন্যে বাধ্য করতে পারতেন। তিনি তা করেননি; বরং টাইম ট্রাভেলের ক্ষেত্রে তিনি আরোহীর মতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। এটা আমার ভালো লেগেছে। আমি স্যারের দিকে তাকিয়ে দেখি স্যার তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে নাকের ভেতরের লোম ছেঁড়ার চেষ্টা করছেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই বিব্রত ভঙ্গিতে নাক থেকে হাত সরিয়ে শক্ত গলায় বললেন,

আয় আমার সাথে, এখন তোকে টাইম মেশিনে বসিয়ে দিই।

আমি আর স্যার মিলে পুরোনো সেই ভাঙা গাড়িটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। স্যার খুব সাবধানে গাড়িটির দরজা খুলে ভেতরে একটি লাল বোতাম স্পর্শ করলেন। সাথে সাথে গাড়ির ভেতরে নীল আলো জ্বলে উঠল এবং শীতল একটা বাতাস এসে আমার গা জুড়িয়ে দিল। ভেতর থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে। সব মিলিয়ে দারুণ লাগছে।

এতক্ষণ ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। এখন নীল আলোতে গাড়ির ভেতরটা দেখে চমকে উঠলাম। দুমড়ানো-মুচড়ানো পাল্কিা গাড়ির সাথে এর ভেতরটার কোনোই মিল নেই। ভেতরে মাত্র একটি সিট। ঠিক তার সামনে একটি বড় মনিটর। মনিটরের চারিপাশে অসংখ্য লাল, নীল, সবুজ, হলুদ বোতাম। পেছনের দিকে একটি ফ্রিজ আছে। সেখানে বেশ কয়েক বোতল পানি,কিছু খেজুর এবং তরল খাবার রয়েছে। ফ্রিজ থেকে একটা পাইপ বের করা আছে। ফ্রিজের পানি কিংবা তরল খাবার খেতে হলে সেই পাইপ দিয়ে টেনে খেতে হবে। কোনো খাবারই বাইরে বের করা যাবে না। সবই ঠিক আছে কিন্তু নামাজ আদায় করার কোনো ব্যবস্থা এখানে দেখছি না। আমি ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছি দেখে স্যার জিজ্ঞেস করলেন,

কিরে, ভয় পাচ্ছিস? ভেতরটা দেখেও কী পছন্দ হয়নি?

ভয় পাচ্ছি না স্যার। ভেতরটাও বেশ পছন্দ হয়েছে, মা শা আল্লাহ।

তাহলে সমস্যা কী?

স্যার নামাজ আদায়ের, ওজু করার কোনো ব্যবস্থা তো দেখছি না? টয়লেটও তো নেই।

আরে ব্যাটা টাইম ট্রাভেল করে যেখানে যাবি সেখানে গিয়ে পানি জোগাড় করে ওজু করবি, নামাজ আদায় করবি। টয়লেটও তোকে খুঁজে নিতে হবে।

স্যার এটার মধ্যে এগুলোর একটা ব্যবস্থা থাকলে ভালো হতো না?

জাফর স্যার মুচকি হেসে, আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, দুশ্চিন্তা করিস না পাগলা। দেখবি সব জোগাড় করে ফেলতে পারবি। সমস্যা হবে না।

আমি মুখ গম্ভীর করে বললাম, ইন শা আল্লাহ।

আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে জাফর স্যার বেশ মজা পাচ্ছেন। তিনি ঘন ঘন তাঁর গোঁফের গন্ধ নিচ্ছেন। খুব বেশি উত্তেজিত হলে তিনি এভাবে গোঁফের গন্ধ শুঁকতে থাকেন। জাফর স্যার খুক খুক কাশির শব্দ করে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, এখন তোকে একটা মজার জিনিস দেখাই। তুই উঠে বস এটাতে।

আমি টাইম মেশিনে উঠে বসলাম।

স্যার টাইম মেশিনের ভেতরের মনিটরের পাশের নীল বোতামটা স্পর্শ করলেন। সাথে সাথে মনিটর চালু হয়ে গেল। মনিটরে শব্দ তরঙ্গের মতো অনেক রেখা উঠানামা করছে। হঠাৎ টাইম মেশিন থেকে গম্ভীর ভারী একটি গলার স্বর ভেসে আসল।

স্বাগতম আপনাকে টিএমপি ০১ এ। আপনাকে সাহায্য করতে টিএমপি ০১ সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

আমি অবাক হয়ে জাফর স্যারের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

জাফর স্যার বললেন, টিএমপি ০১ হচ্ছে এটার নাম। এর অর্থ টাইম মেশিন ফর পাস্ট-০১।

স্যার এটা তো দেখছি কথাও বলে। নিজের নামধাম সব বলে দিচ্ছে।

আমার অবাক হওয়া দেখে জাফর স্যার বেশ আনন্দিত হলেন। তিনি মুখে প্রশস্ত হাসির রেখা টেনে বললেন, হ্যাঁ, তুই ভয়েস কমান্ড দিতে পারবি। কথা বলে ওকে আদেশ করতে পারবি। তাঁর আগে তোর গলার স্বর ওকে চিনিয়ে দিতে হবে।

বলেই জাফর স্যার মনিটরের পাশে সবুজ আরেকটা বোতাম স্পর্শ করলেন। এরপর বললেন, এখন তুই ওর সাথে কথা বল। যেই বাক্যটি দিয়ে তুই ওর সাথে সব সময়

কথা শুরু করতে চাস, সেই বাক্যটি আগে বল। ওর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স) এটা ওর স্মৃতিতে রেখে দেবে। এরপর তুই এই বিশেষ বাক্য বললে সে বুঝবে যে তুই ওর সাথে কথা বলতে চাচ্ছিস। তখন সে তোর কথার উত্তর করবে এবং তোর আদেশ-নিষেধ শুনবে। বুঝতে পারছিস আমি কী বলছি?

জি স্যার বুঝতে পেরেছি।

গুড। শুরু কর।

আমি বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলাম। বললাম, আসসালামু আলাইকুম টিম্পু, আমি অন্ত, তোমার আরোহী। কেমন আছ তুমি?

ওয়ালাইকুমুস সালাম অন্ত। আমি ভালো আছি। তবে তুমি একটু ভুল করেছ। আমার নাম টিএমপি ০১, টিম্পু নয়।

হুম আমি জানি টিম্পু। এই নাম আজকে থেকে আমি তোমাকে দিলাম। এটা তোমার ডাক নাম। ডাকতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে।

টিএমপি ০১ কিছু বলছে না। আমি স্যারের দিকে তাকালাম। স্যার বললেন একটু সময় দে, স্মৃতিতে ধারণ করে নিচ্ছে।

একটু সময় পর টিম্পু বলল, যেহেতু তুমি আমার আরোহী। আমার সিস্টেমে বলা আছে তোমার কথাকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করতে। সুতরাং তোমার এই আদেশ মেনে নেয়া হলো।

ধন্যবাদ টিম্পু। জাযাকাল্লাহু খাইর।

টিম্পু একটু থেমে যান্ত্রিক গলায় বলল, আজকে থেকে 'আসসালামু আলাইকুম টিম্পু' বললেই আমি তোমার ডাকে সাড়া দেব এবং তোমার আদেশ অনুযায়ী কাজ করব এবং তুমি জাযাকাল্লাহু খাইর বললেই বাক্যালাপ শেষ হয়েছে বলে ধরে নেব।

আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, বাহ। সুবহানআল্লাহ। দারুণ তো!

জাফর স্যার বললেন, তুই টিএমপি ০১-কে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে জিজ্ঞেস করতে পারিস।

আমি বললাম, আসসালামু আলাইকুম টিম্পু।

ওয়ালাইকুমুস সালাম অন্ত। বলো কীভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

তুমি কি জানো, আমরা কোন সময়কাল ভ্রমণ করতে যাচ্ছি?

হ্যাঁ, এই তথ্য আমাকে আগেই দেয়া হয়েছে। তুমি ইবরাহীম (আ.) এর সময়কালে যেতে চাইছ।

হুম। ঠিক বলেছ। আচ্ছা উনার সম্পর্কে তুমি কিছু বলো তো শুনি। দেখি তুমি কতটুকু জানো।

টিম্পু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,

তুমি জানতে আগ্রহী ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে। ইবরাহীম (আ.) পশ্চিম ইরাকে বশরার কাছে বাবেল নামের এক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এই বাবেল শহর পরে সুলাইমান (আ.) এর সময়ের জাদুবিদ্যার জন্যে বিখ্যাত হয়। আদম (আ.), ঈসা (আ.), ইয়াহইয়া (আ.) এর নবুওয়াত পাওয়ার বয়স কিছুটা ভিন্ন হলেও, নূহ (আ.), রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মতো এবং অন্য প্রায় সব নবীর মতোই ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত দেন। এবং তাঁকে আল্লাহ বাবেল শহরের কলেডিয় জাতির নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। কলেডিয় জাতির শাসক ছিল একজন অত্যন্ত উদ্ধত এবং অহংকারী রাজা। তাঁর নাম ছিল নমরুদ। এই রাজা কলেডিয় জাতির ওপর প্রায় চার শ বছর রাজত্ব করেন এবং শেষের দিকে এত বেশি উদ্ধত হয়ে ওঠেন যে নিজেকেই উপাস্য বা রব দাবি করা শুরু করেন। সীমালঙ্ঘনকারী রাজা নমরুদের মন্ত্রী এবং প্রধান পুরোহিতের নাম ছিল আযর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আযরের সন্তান হিসেবে প্রেরণ করেন ইবরাহীম (আ.)-কে। ইবরাহীম (আ.) বাবেলে দ্বীন প্রচার শুরু করলে, তাঁর দ্বীন প্রচারে মুসলিম হয়েছিলেন শুধু তাঁর স্ত্রী সারা এবং তাঁর ভাইয়ের ছেলে লুত।

এখানে আরেকটি তথ্য তোমাকে দিয়ে রাখি। সেটা হলো, ইবরাহীম (আ.) এর স্ত্রী সারা ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহিলাদের একজন। আল্লাহ সারাহকে রূপে এবং গুণে করেছিলেন অনন্যা। তিনি প্রায় ১২৭ বছর হায়াত পান। এরপর তিনি হেবরনে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁর কবর হয়। সারার মৃত্যুর পর ইবরাহীম (আ.) পর পর দুটি বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। এর মধ্যে একজনের নাম ক্বানতুরা বিনতে ইয়াক্বতিন এবং আরেকজন হাজুন বিনতে আমীন। এই দুজনার ঘরে ইবরাহীম (আ.) এর মোট সন্তান হয় এগারো জন। কথিত আছে ইবরাহীম (আ.) প্রায় দুই শত বছর বেঁচে ছিলেন এই পৃথিবীর বুকে। উল্লেখ্য, হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ২৫টি সুরায় ২০৪টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে।

বাহ। চমৎকার টিম্পু। তুমি খুব সুন্দর তথ্য দিয়েছ। এর কিছু তথ্য আমিও জানতাম না। তবে তোমার বেশ বড় একটি ভুল হয়ে গেছে। তুমি ইবরাহীম (আ.) এর আরেক জন

স্ত্রী বিবি হাজার-এর কথা একদমই বলোনি। অথচ তিনি ছিলেন ইসমাইল (আ.) এর মা। যে ইসমাঈল (আ.) এর বংশে এসেছেন আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।

টিম্পু এবার কোনো কথা বলছে না। চুপ করে আছে।

আমি অবাক দৃষ্টিতে জাফর স্যারের দিকে তাকালাম। জাফর স্যার বিরক্তমাখা গলায় বললেন,

ওকে তো সব ইনপুট দেয়া হয়েছে। ইতিহাসের প্রত্যেকটি বই ওর স্মৃতিতে দিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং সে অন্য কোনো কারণে চুপ আছে। এটা কোনো সমস্যা না। তুই সিটবেল্টটা বেঁধে নে।

আমার কাছে বিষয়টা ভালো লাগল না। জাফর স্যার বলছেন টিম্পুকে সব তথ্য দেয়া হয়েছে অথচ বিবি হাজার (আ.) এর কথাই সে বলতে পারল না। এটা কেমন কথা।

আমি মুখে কিছু বললাম না। সিটবেল্টটা বেঁধে তৈরি হয়ে নিলাম।

জাফর স্যার চশমার ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন সেই বহু প্রতীক্ষিত সময় চলে এসেছে অন্ত। একটু পরেই তুই বর্তমান সময় থেকে অতীতের পথে যাত্রা শুরু করবি। আমি এই দরজাটা লাগিয়ে দেয়ার সাথে সাথে তোকে ওই নীল বোতামটা স্পর্শ করতে হবে। তাহলেই তোর যাত্রা শুরু হবে। যাত্রা শুরু করার আগে যেকোনো প্রশ্ন তুই টিএমপি ০১-কে করে নিতে পারিস। বুঝতে পেরেছিস।

জি স্যার।

শুভকামনা তোর জন্যে।

আমার এখন বেশ ভয় ভয় লাগছে। ইচ্ছে করছে স্যারকে বলি স্যার বাদ দেন। অতীত ভ্রমণ করে আর কী হবে। নেমে যাই। কিছুই বলতে পারলাম না। জাফর স্যার ঠোঁটে হাসির রেখা টেনে আমার মুখের ওপর দরজাটা লাগিয়ে দিল। ভেতর থেকে বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জাফর স্যার নিশ্চয়ই টিম্পু কখন যাত্রা শুরু করে তা-ই দেখার জন্যে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। নিজেকে আমার বেশ অসহায় লাগছে। আমার এখন নীল বোতামটি স্পর্শ করার কথা। ভয়ে ওটার দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে দরজা খুলে ঝেড়ে একটা দৌড় দিতে পারলে আরাম হতো। একবার সিটবেল্ট খুলব বলে সিদ্ধান্তও নিলাম। অনেক কষ্টে নিজেকে সামাল দিলাম। এতদূর পর্যন্ত যখন এসেই পরেছি। এর শেষটাও দেখে নেব ইন শা আল্লাহ। এখন আমার প্রথম কাজ হলো ভয় কাটিয়ে ওঠা। এর জন্যে টিম্পুর সাথে হালকা আলাপ-আলোচনা